আদর্শ বণিক্—বটকৃষ্ণ পাল।

আদর্শ বণিক্—

বটকৃষ্ণ পাল।

———೦೦೦———

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক।

('সচিত্র রাজস্থান,' 'ভিক্টোরিয়া রাজসূয়' 'রাজ-জীবনী,' 'রুধীয়া,' 'যৌবনে যোগিনী,'
'পাষাণ-প্রতিমা,' 'বীরবরণ,' 'গন্ধবণিকতত্ত্ব,' 'কামিনীকুঞ্জ'
প্রভৃতি প্রণেতা।)

———೦೦———

সাহিত্য-সভা হইতে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এম, এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

———

কলিকাতা,

৩২ নং সিমলা ষ্ট্রীট, কবিরত্ন প্রেসে

শ্রীবিশ্বনাথ নন্দী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩২১ সাল।

———

৺বটকৃষ্ণ পালের জীবনী।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিত।

শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার লিখিত ৺বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র সমালোচনা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এ সমালোচনা ভাষা বা ভাবগত সমালোচনা নহে। ইহা মহাপুরুষের জীবন-কথার সমালোচনা। অদ্যকার দিনে আমরা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে জিজীবিষাব্যাধিগ্রস্ত। জীবিত থাকিতে ত সকলকারই ইচ্ছা, কিন্তু এ জিজীবিষা মরিয়াও বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা। যাঁহার জীবন একেবারেই ত্রিবর্গশূন্যভাবে অতিবাহিত হইয়াছে, যিনি ভোজরাজের ভাষায় কেবল কর্ম্মকারের ভস্ত্রার ন্যায় শ্বাসপ্রশ্বাস মাত্র করিয়া জীবিত ছিলেন, যাঁহার জীবনে ধর্ম্ম বা অর্থ বা কাম, এই ত্রিবর্গের কোন বর্গেরই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না—তিনিও মনে করেন—অবশ্য দরিদ্র বা নির্ধনের কথা বলিতেছি না—যে তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জন্য স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান করিবেন, এবং কালে তাঁহার ক্ষুদ্র জীবনের উপর এক মিথ্যার সুবৃহৎস্তূপ নির্ম্মাণ করিবেন ও তাহাই তাঁহার জীবনী বলিয়া লোকসমাজে বিঘোষিত, সংবাদপত্রের লেখক ও সাহিত্যিক মহাশয়দিগের সমাজে জীবনী বলিয়া আখ্যাত ও আদৃত হইবে। এখন জগতের সর্ব্বত্রই এই রীতি; কিন্তু আমরা অদ্য যে জীবনীর সমালোচনা করিতেছি, তাহা ঐরূপ জিজীবিষা-প্রণোদিত মিথ্যার স্তূপ নহে। যে সকল কথা ঐ জীবনীতে বিবৃত হইয়াছে, তাহা বহুজন-বিদিত ও যাঁহার সম্বন্ধে ঐ সকল কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তিনিও ঐ ক্ষুদ্র জীবনী অবলম্বনে অমর হইবেন, এ কথা বলিতে কেহই বোধ হয় সাহসী হইবেন না। তিনি বস্তুতঃই একজন অসাধারণ শক্তিধর পুরুষ ছিলেন ও প্রকৃতই তাঁহার জীবন-কথা – তাঁহার জীবনের শিক্ষা, দীক্ষা, মূল মন্ত্র আমাদের বর্ত্তমান যুগের অনুকরণীয়। এখন সভ্য-জগতের প্রায় সকলেই ঘোর জীবন-সংগ্রাম উপস্থিত—বর্ণধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম

প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মই সঙ্কীর্ণ (mixed up) হইয়া পড়িয়াছে—আছে কেবল জীবিকার্থীদিগের ঘোর সংগ্রাম। এ সংগ্রামে কোন অস্ত্রই অপরিহার্য্য নহে, কোন নীতিই দূষ্য নহে। জগতের এই দুর্দ্দিনে যে জাতি স্বীয় জীবিকার পথ প্রশস্ত করিতে পারিয়াছেন বা পারিতেছেন, সেই জাতিরই উন্নতি, আর যে জাতি এখনও পিতৃপৈতামহিক পন্থা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না, অথবা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদিগের 'প্রাঞ্জল' ভাষায় পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিতেছেন না, সেই জাতিই দ্রুতবেগে কালসাগরে বিলীন হইবার জন্য ধাবমান হইতেছেন। আমাদের বাঙ্গালা দেশে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এই তত্ত্ব ক্রমশই সুপরিস্ফুট হইতেছে ও তন্নিবন্ধন জীবিকার নানা উপায় উদ্ভাবনে অনেক শক্তিধর পুরুষই এক্ষণে যত্নবান হইতেছেন। আমাদের বটকৃষ্ণ পালও সেই সকল পুরুষগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার জীবন-কথা পাঠ করিলে এইরূপ মনে হয় যে, তিনি স্বীয় সহজ প্রতিভা-বলে অল্প বয়সেই স্বীয় জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলেন ও যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিনই সেই লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেই লক্ষ্য আর কিছুই নহে, নিজের ও নিজ জাতির—অর্থাৎ বাঙ্গালী জাতির অন্নসংস্থান। অবশ্য তিনি কোথাও এ কথা 'কাগজে কলমে' লিখিয়া যান নাই; কিন্তু তাঁহার কার্য্য দেখিয়া সেইরূপ অনুমান অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। তিনি সামান্য ব্যবসায়ীর সন্তান ছিলেন—সামান্য গন্ধবণিকের দোকানে বা ব্যবসায়ে জীবন ক্ষেপনই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল—বিশেষতঃ তিনি উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না—সুতরাং তাদৃশ শিক্ষাসুলভ ভোগলালসা পিশাচী তাঁহার হৃদয় অধিকার করে নাই। তিনি যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর জীবনকেই পুরুষার্থ বলিয়া শিরোধার্য্য না করিয়া, ঐ জীবনের পরিধির বিস্তৃতির জন্য ব্যাকুল হইলেন—নানা বিঘ্ন বিপদে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, দৃঢ়পদবিক্ষেপে স্বীয় জীবনের সুমহান্ উদ্দেশ্যের দিকে ধাবমান হইলেন, ইহা কি কেবল ভাগ্যের যদৃচ্ছাবিলাস—না নিয়তির তাড়না—না ভগবদ্দত্ত প্রতিভার জ্ঞানপূর্ব্বক বিনিয়োগ। আমাদের মনে হয় উহা প্রতিভার দূরদর্শনের ফল। বটকৃষ্ণ বাবু জাতি ও ব্যবসায়ে বণিক ছিলেন—আদর্শ বণিক। ইংরাজ জাতির ব্যবসায়ের নীতি প্রকৃষ্টরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন—উহার দোষগুণ সমস্তই নিবিষ্টচিত্তে আলোচনা করিয়াছিলেন ও স্বীয় কার্য্যকালে

ঐ নীতির যথাসম্ভব অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আবার গোপাল বাবুর লিখিত জীবনী পাঠ করিলেই বোধ হয় তিনি এ বিষয়ে কেবল অনুকর্ত্তা ছিলেন না—দেশ কাল পাত্র অনুসারে ঐ নীতির উন্নতির দিকেও তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা ছিল ও সেই চেষ্টার ফলেই আজ কলিকাতা নগরী 'বটু বাবু'র প্রতিষ্ঠিত পণ্যশালায় উদ্ভাসিত। ঐ সকল পণ্যশালায় শত শত বাঙ্গালী ভদ্র সন্তান অন্ন সংস্থান করিতেছে—সহস্র সহস্র দরিদ্র ভারতবাসী জীবিকার্জ্জন করিতেছে। এ দৃশ্য কলিকাতা মহানগরীর আর কোথাও দেখা যায় কি? জীবনীতে অনেক কথাই অনুক্ত বা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, রিসার্চ্চ লেবোরে-টরীর কথা আরও একটু বিস্তৃতভাবে উক্ত হইলে ভাল হইত। আমাদের দেশে—অন্ততঃ আমাদের বঙ্গদেশে এরূপ Laboratory বোধ হয় এই দ্বিতীয়। কালে এইরূপ Laboratory র সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, নব নব আবিষ্কারের ফলে আর আমাদিগকে এলোপ্যাথিক ঔষধের জন্য কথায় কথায় ইউরোপীয় বণিক্-দিগের দ্বারস্থ হইতে হইবে না। আর একটী কথা বলিয়া এই ক্ষুদ্র সমালোচনা শেষ করিব। 'বটু বাবু' জানিতেন যে, সততাই ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র। এই মূলমন্ত্র বলেই তিনি এই দারুণ প্রতিযোগিতার দিনে ইউরোপীয় বণিক্দিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এখানে একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার অবতারণা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এক দিন আমি কোন রাজকার্য্যের জন্য বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ পেড্লার মহোদয়ের বাটীতে আহূত হই। যখন তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলাম, তখন সাহেব বাহাদুর ভ্রমণে বহির্গত হইয়া-ছিলেন। আমি তাঁহার বাটীর বহিঃপ্রকোষ্ঠে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে তাঁহার একজন 'চাপরাসি' এক খানি 'ঔষধের বিল' লইয়া উপস্থিত হইল। বিলখানিতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি উহা 'Bata Krishna Paul & Co.' এই শিরোনামাঙ্কিত। পূর্ব্বেও শুনিয়াছিলাম যে, সাহেব ব্যবসায়িগণ আবশ্যক হইলে বটুবাবুর দোকান হইতে ঔষধাদি লইয়া থাকেন, কিন্তু এখন দেখিলাম কেবল ব্যবসায়ীরা নহে, সাহেব ভদ্রলোকগণও আবশ্যক স্থলে তাঁহার নিকট ঔষধ ক্রয় করেন! ইহা কি অসামান্য সততার ফল নহে? মহাপুরুষগণ চিরদিনই সাধারণ ব্যক্তিবর্গের পথপ্রদর্শক। তাঁহাদের জীবন-কথায় শিখিবার ও ভাবিবার অনেক বিষয় আছে। বটুবাবুও একজন মহাপুরুষ ছিলেন—তাঁহার জীবনের

শিক্ষা—যদি আমরা উহা প্রকৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া থাকি—এই যে, এই ঘোর জীবন-সংগ্রামের দিনে, এই ঘোর জাতিধর্ম্মের সাঙ্কর্য্যের দিনে বাঙ্গালী যদি স্বজাতিসুলভ পরমুখাপেক্ষিতা, গতানুগতিকতা ও বৃথা শিক্ষাভিমান পরিত্যাগ করিয়া সাধুতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও কার্য্যশীলতা আশ্রয় করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন, তাহা হইলে তাঁহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবিনী। বটুবাবু বণিক্ ছিলেন—তাঁহার শাস্ত্রানুমোদিত ধর্ম্ম দেশের ধনবৃদ্ধি করা—তিনি ঐ কর্ম্মে ভূয়সী কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদাহরণ কি উচ্চতর জাতির অনুকরণীয় নহে? এখন কার্য্যের যুগ উপস্থিত—নৈষ্কর্ম্ম্য মুমুক্ষুর পক্ষে উপদিষ্ট হইলেও গৃহীর হেয়, ইহা যেন সকলেরই মনে থাকে ও সকলেই যেন বটুবাবুর জীবনী হইতে এই শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করেন।

বটুবাবুর সামাজিক জীবনের সমালোচনায় ক্ষান্ত রহিলাম। জীবনীতে বটুবাবুর ব্যক্তিগত জীবনের বিশিষ্ট আভাস পাওয়া যায়। তিনি যে শেষ জীবনে কোটীশ্বর হইয়াও ক্ষুদ্র বণিকের ন্যায় আচরণ করিতেন, দেব-দ্বিজে ভক্তিমান্ ছিলেন, ধনমদে মত্ত হইয়া সমাজ ও জাতির প্রতি স্বীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই, ইহা বড়ই গৌরবের কথা—এক কথায় বলিতে ইচ্ছা হয়,—

"উদেতি সবিতা তাম্রস্তাম্র এবাস্তমেতি চ।
সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ মহতামেকরূপতা॥"

আশীর্ব্বাদ করি তাঁহার কৃতী পুত্রগণ যেন সকল কার্য্যেই তাঁহাদের প্রাতঃস্মরণীয় পিতৃদেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পারেন।

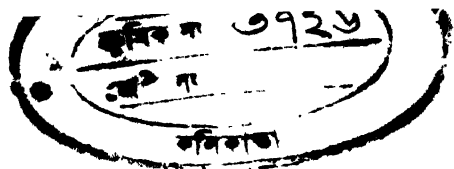
কলিকাতা,
৩০ নং তারক চট্টোর লেন।
৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯১৪ খৃঃ।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।



৺বটকৃষ্ণ পাল

Printed by
K. V. SEYNE & Bros.



আদর্শ বণিক—বটকৃষ্ণ পাল।

নাই—আদর্শ বণিক বটকৃষ্ণ পাল নাই! যিনি বঙ্গীয় বাণিজ্যজগতে সমুজ্জল নক্ষত্ররূপে উদিত হইয়া, স্নিগ্ধ-সুন্দর-কিরণরাজি বিকীর্ণ করিয়া স্বনাম-ধন্য হইয়াছিলেন—যিনি স্বীয় ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিবলে, বাঙ্গালীজাতির বাণিজ্য-ব্যবসায়-বুদ্ধিহীনতারূপ কলঙ্ক বিমোচিত করিয়া, বাঙ্গালী বণিকব্যবসায়ী সমাজের—এমন কি বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সেই বটকৃষ্ণ পাল গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রাতঃকাল বেলা ৮॥০ ঘটিকার সময় হিন্দুমাত্রের বাঞ্ছনীয় কাশীধামে মায়াময় কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কেবল কলিকাতা নহে—কেবল বঙ্গদেশ নহে—কেবল ভারতবর্ষ নহে, ইউরোপ ও আমেরিকাতেও তাঁহার বাণিজ্য-ব্যবসায়ের যশঃ বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। তিনি ধনশালী পিতার পুত্ররূপে এ জগতে আবির্ভূত হন নাই, তিনি কেবল মাত্র বাণিজ্য-ব্যবসায়-বুদ্ধি লইয়াই বঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বাণিজ্য-ব্যবসায়-বুদ্ধিই তাঁহার সম্বল—তাঁহার একমাত্র মূলধন। সেই মূলধনের বলেই তিনি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া, জগতকে দেখাইয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালী জাতির বাণিজ্য-ব্যবসায়-বুদ্ধি নাই বলিয়া যে কলঙ্ক-কালিমা বাঙ্গালী জাতির ভালে বিলেপিত হইয়াছে, তাহা ভ্রান্ত। বটকৃষ্ণ পালের ব্যবসায়-বুদ্ধির সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী এবং আমেরিকার প্রধান প্রধান ঔষধাদি-ব্যবসায়িগণ মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে ব্যবসায়ীবীর রূপে সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জগতের প্রধান প্রধান ঔষধব্যবসায়ী মাত্রেই উদীয়মান ব্যবসায়ী বটকৃষ্ণ পালের সহিত ব্যবসায় করিতে আগ্রহান্বিত হন এবং বটকৃষ্ণ পালও তাঁহাদিগের বাসনা পূর্ণ করিতে সানন্দে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হন না। তাহার ফল—পাশ্চাত্য ঔষধব্যবসায়িগণের এক দিকে আর্থিক উন্নতি, বটকৃষ্ণ পালেরও সেই মত নামযশের বিস্তার এবং বিপুল ধনলাভ। পাশ্চাত্য জগতের অধিবাসিগণ যেমন গুণীর গুণ বুঝিতে—গুণীকে মান্য করিতে জানেন—জগতের অন্য প্রান্তের লোকেরা সেরূপ জানেন না। এই জন্যই,

নানা গুণে গুণী বটকৃষ্ণ পালের স্বর্গারোহণে আজি সেই পাশ্চাত্য জগতের ঔষধ-ব্যবসায়িগণ শোকাশ্রুপাত করিয়া সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

যে কোন উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিলেই যে, মানব স্বনামধন্য হইতে পারেন বা তাঁহার জীবন আদর্শ-জীবন হইবেই, ইহা অবশ্য কেহই স্বীকার করিবেন না। এ জগতে আদিকাল হইতে অনেক হীনাবস্থাপন্ন লোক, যে কোন উপায়ে বা সুযোগে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন এবং উপার্জ্জন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা হীন অবস্থা হইতে ধনশালী হইয়াছিলেন বা হইয়াছেন বলিয়াই কি স্বনামধন্য ? না তাঁহাদিগের জীবন আদর্শ-জীবন ? কখনই নহে। কি ধনী, কি নির্ধন, যাঁহার জীবনে জাতি সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়, সেই জীবনই আদর্শ-জীবন এবং সেই আদর্শ মানবই স্বনামধন্য রূপে জগতে গণ্য—মান্য। বটকৃষ্ণ পালের জীবন আদর্শ-জীবন কি না ?—তাঁহার জীবন আলোচনা করিলে, আমরা—বাঙ্গালী জাতি, সুশিক্ষা লাভ করিতে পারি কি না, সে সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধান—তথ্যসংগ্রহ আবশ্যক নহে কি ?

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বটকৃষ্ণ পালের সবিস্তার জীবনী প্রকাশ অসম্ভব। সুতরাং সংক্ষিপ্তভাবেই সে বিষয়ে একটু আলোচনা করিতে অভিলাষী।

লক্ষপতি, ধনপতি, শ্রীমন্ত, চাঁদ সওদাগর প্রভৃতি বঙ্গের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বণিকগণ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের অমৃতনিস্যন্দিনী লেখনী যাঁহাদিগের অনুপ কীর্ত্তিগাথা কীর্ত্তন করিয়া, তাঁহাদিগকে অমর করিয়া গিয়াছে, সেই বৈশ্য গন্ধবণিক বংশেই বটকৃষ্ণ পাল আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

বঙ্গের গন্ধবণিক জাতি চারিটি আশ্রমে বিভক্ত—(১) দেশ, (২) শঙ্খ, (৩) আবট এবং (৪) সপ্তগ্রাম। বর্ত্তমানে কলিকাতা এবং গঙ্গার পশ্চিমপারস্থ নানা গ্রামনিবাসী গন্ধবণিকগণ সপ্তগ্রাম আশ্রমভুক্ত। অন্য তিনটী আশ্রমভুক্ত গন্ধবণিকগণ সাধারণতঃ পূর্ব্ববঙ্গ, বারেন্দ্রভূমি এবং মুরসিদাবাদ-নিবাসী। তবে আজ কাল নানা কার্য্য-ব্যপদেশে অন্য তিনটী আশ্রমের গন্ধবণিকগণের অনেকে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন। গন্ধবণিক জাতির ইতিহাসে এরূপ প্রবাদবচন প্রচলিত যে, কুলদেবী গন্ধেশ্বরীর শ্রীচরণ হইতে যাঁহারা উৎপন্ন হন, তাঁহারাই সপ্তগ্রাম আশ্রমভুক্ত। সপ্ত হইতে সপ্তগ্রাম শব্দের উৎপত্তি—তাহার

অর্থ গৃহপতি। এই চারিটী আশ্রম এক জাতীয় হইলেও চারি আশ্রমের মধ্যে সাধারণতঃ বিবাহের আদানপ্রদান এবং অন্নাহারের প্রথা প্রচলিত নাই। গন্ধবণিক জাতির সামাজিক বন্ধন স্মরণাতীত কাল হইতেই অতি কঠিন। কবিকঙ্কণ কয়েক শত বর্ষ পূর্ব্বে স্বীয় কাব্যে এই জাতির সমাজবন্ধনের কাঠিন্য সম্বন্ধে যাহা বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, আজি পর্য্যন্ত সেই কাঠিন্য বিরাজমান। সমাজকে পূতভাবে রক্ষা এবং সমাজস্থ নরনারীর চরিত্র নিষ্কলঙ্কভাবে রক্ষা করিতে গন্ধবণিক জাতি চিরচেষ্টিত। সেই জন্যই সত্রীশ আশ্রমের গন্ধ-বণিকসমাজ কঠিন শাসনশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আসিতেছেন। বটকৃষ্ণ পাল সেই সত্রীশ আশ্রমভুক্ত।

নিম্নবঙ্গের সত্রীশ আশ্রম কয়েকটী চাকলায় বিভক্ত। তন্মধ্যে গঙ্গাতীর একটী। কলিকাতা এবং গঙ্গার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহকে গঙ্গাতীর চাকলা কহে। গঙ্গার পশ্চিমতীরবর্ত্তী শিবপুর গ্রাম সেই গঙ্গাতীর চাকলার অন্তর্ভুক্ত। অনুমান তিন শতাব্দী পূর্ব্বে 'পাল' উপাধিধারী সত্রীশ আশ্রমভুক্ত জনৈক গন্ধবণিক শিবপুরে বাণিজ্যব্যপদেশে আসিয়া বাস করেন। সেই সূত্রে এই বংশ অত্যল্প কাল মধ্যে শিবপুরের একজন ধনশালী বণিকরূপে গণ্য হন। বাঙ্গালী জাতির সকল বংশেরই যেমন চারি পুরুষের মধ্যে ধন সম্বন্ধে উত্থান ও পতন দেখিতে পাওয়া যায়, অবশ্য এই বংশের ভাগ্যেও বহুবার সেই মত উত্থান ও পতন ঘটিয়াছিল। এই বংশে লক্ষ্মীনারায়ণ পালের ঔরসে শ্যামা-সুন্দরী দাসীর গর্ভে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বটকৃষ্ণ পাল জন্মগ্রহণ করেন। বটকৃষ্ণের পিতামহের নাম রামজীবন পাল এবং প্রপিতামহের নাম বৈদ্যনাথ পাল। বটকৃষ্ণ, পিতার তৃতীয় পুত্র। ৺কালীকৃষ্ণ এবং ৺নবীনকৃষ্ণ তাঁহার অগ্রজদ্বয়, এবং অনুজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল পাল।

বটকৃষ্ণ যে সময়ে এ জগতে প্রথম আলোক দর্শন করেন, সে সময়ে এই বংশের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। সুতরাং বটকৃষ্ণ, রূপার চামচ মুখে করিয়া যে, এ জগতে আসেন নাই, ইহা সহজেই অনুমেয়। তিনি প্রাচীন গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত বংশে আবির্ভূত হইলেও দুঃখদারিদ্র্যের বিকট বিভীষিকা তাঁহার প্রথম জীবনকে নানা প্রকারে আক্রমণ করিতে থাকে। তিনি বাল্যা-বস্থাতেই পিতৃমাতৃহীন হন। তখন এই অনন্ত ধন-ধান্য-সুখ-শান্তিভরা ধন্বা

যেন তাঁহার চক্ষে সূচিভেদ্য ঘোর আঁধারময় বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে। কিন্তু বালক বটকৃষ্ণ তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, দারিদ্র্যের ভীষণ ভ্রূকুটীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, এ জগতে জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। তখন তাঁহার সহায় সম্বল একমাত্র—প্রতিভা। সে প্রতিভা তখন প্রাবৃট্‌ কালীন ঘনকৃষ্ণজলদজালাবৃত মহাকাল রজনীতে বহু দূরদূরান্তরে ক্ষণিক দৃশ্যমান অতি ক্ষীণা দামিনীর ন্যায় অস্পষ্ট ভাবে দেখা দিতেছিল।

বালক বটকৃষ্ণের ভাগ্যে সে সময়ে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষালাভের কথা দূরে থাক, কিছু মাত্রই ইংরাজী শিক্ষালাভ ঘটে নাই। তাহার প্রধান কারণ, সে সময়ে বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা ব্যতীত অন্য কোথাও ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার ছিল না। সে সময়ে গুরুমহাশয়ের প্রাচীন রীতির পাঠশালাই বালকদিগের শিক্ষালাভের একমাত্র উপায় ছিল। বটকৃষ্ণ, গুরুমহাশয়ের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, শুনা যায়, গুরুমহাশয়ের বেত্র তাঁহার পৃষ্ঠে মধ্যে মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করিত। সেই তাণ্ডব নৃত্যের ফলে বটকৃষ্ণ পাঠশালায় প্রচলিত অঙ্কশাস্ত্রে বিলক্ষণ দক্ষতালাভ করেন। কিন্তু তাঁহাকে আর অধিক দিন পাঠশালায় থাকিতে হইল না। বালক বটকৃষ্ণ দ্বাদশবর্ষ বয়সে এ জগতে আপনার ভাগ্য-পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হন।

দ্বাদশবর্ষীয় অনাথ বালক বটকৃষ্ণ, স্বীয় মাতুল রামকুমার দের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। বটকৃষ্ণের মাতামহ-বংশ কলিকাতার অন্তর্গত সুতানুটীর সামীল বেণেটোলায় বহুপুরুষ হইতে বাস করিতেছেন। এই বংশের আদি পুরুষ রামনাথ দে। তৎপুত্র রাধাচরণ। তাঁহার তিন পুত্র—(১) জগন্নাথ, (২) বলরাম এবং (৩) গঙ্গানারায়ণ। জগন্নাথের দুই পুত্র এবং এক কন্যা। প্রথম পুত্র মধুসূদন এবং দ্বিতীয় রামকুমার। কন্যার নাম শ্যামাসুন্দরী। এই শ্যামাসুন্দরীই বটকৃষ্ণ পালের পুণ্যবতী জননী। রামনাথ হইতে ৮ পুরুষ পরবর্ত্তী বংশধরেরা এক্ষণে এখানে বিরাজমান। যে বংশে আমরা ৮ পুরুষের পরিচয় পাইতেছি, সে বংশ বহুকাল হইতে যে এখানে বাস করিতেছেন, ইহা সহজেই অনুমেয়। এক সময়ে এই গন্ধবণিক দে বংশ ধনে, মানে, দানে, পুণ্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

দ্বাদশবর্ষীয় বালক বটকৃষ্ণ এই মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কনিষ্ঠ

মাতুল রামকুমার দে অপুত্রক ছিলেন। তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী বটকৃষ্ণকে সস্নেহে সাদরে গ্রহণ করিয়া, পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন। অবশ্য রামকুমার দে মহাশয় এ সময়ে পিতৃপুরুষগণের মত ধনবান ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার সংসারে অসচ্ছলতা ছিল না। কলিকাতা নূতন বাজারে তাঁহার এক খানি মসলার দোকান ছিল। ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ৺গোপাললাল ঠাকুর, ৺মহারাজ রমানাথ ঠাকুর প্রভৃতি কলিকাতার অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ধনবান আপনাদিগের নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই এই রামকুমারের দোকান হইতে ক্রয় করিতেন। রামকুমার, স্বীয় বালক ভাগিনেয় বটকৃষ্ণকে এই দোকানে ব্যবসায়-কার্য্য শিক্ষার জন্য প্রথমে নিযুক্ত করেন।

প্রবীণ বণিক রামকুমারের নিকট বটকৃষ্ণের বাণিজ্য-ব্যবসায়ের প্রথম শিক্ষারম্ভ। অল্পকালের মধ্যেই বালক বটকৃষ্ণ দোকানের কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন, কিন্তু তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই সময়েই তাঁহার হৃদয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা কোথা হইতে আসিয়া দেখা দিল এবং আগ্রহ ও উদ্যোগ আসিয়া যোগদান করিতে বিলম্ব করিল না। মাতুলের দোকানে তাঁহার মন টিঁকিল না। প্রবীন মাতুল বুঝিলেন যে, ভাগিনেয়টী সাধারণ গন্ধবণিক বালকের মত নহে। তিনি ইহাও বুঝিলেন যে, বটকৃষ্ণের হৃদয় কি যেন কি লাভের জন্য চঞ্চল। বুদ্ধিমান মাতুল কোন বাধা দিলেন না। তিনি স্থির করিলেন, বটকৃষ্ণ এই সামান্য দোকানে কাজ করিয়া যখন তুষ্ট নহে, তখন পরীক্ষার জন্য তাহাকে একবার স্বাধীনতা দেওয়া যাউক—সে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া কি করে দেখা যাউক। মাতুলভক্ত বটকৃষ্ণ ১৬ বর্ষ বয়সে জগতে ভাগ্য-পরীক্ষা করিতে সাগ্রহে অগ্রসর হইলেন।

বাণিজ্য-ব্যবসায়ের প্রধান সহায় মূলধন। তখন বটকৃষ্ণের মূলধন কিছুই ছিল না। তখন তাঁহার সহায় ছিল—প্রতিভা, আগ্রহ, উদ্যম এবং আকাঙ্ক্ষা। প্রথমে তিনি একটী অহিফেনের দোকানে নিযুক্ত হন। কয়েক মাস পরে সে ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন, কারণ তিনি বুঝেন যে, এ ব্যবসায় তাঁহার মনের মত নহে। পরে তিনি বৈদ্যবাটীর হাটে পাটের কার্য্যে নিযুক্ত হন। কিছু দিন কার্য্য করিয়া, একদা গঙ্গা পার হইবার সময়ে জলমগ্ন হইয়া যান। সে যাত্রা ভগবান তাঁহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করেন। বৈদ্যবাটীর হাটে

পাটের কার্য্যও তাঁহার শেষ হইতে বিলম্ব হইল না। অনতিবিলম্বেই বটকৃষ্ণ বরাহনগরনিবাসী ৺রাধানাথ পালের সহিত মিলিত হইয়া, খোংরাপটী ষ্ট্রীটে একটী মসলার দোকানে নিযুক্ত হন। কিন্তু সেখানেও তাঁহাকে অধিক দিন থাকিতে হইল না। তিনি ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইলেন। আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু যে বটকৃষ্ণ বাণিজ্য-জগতে প্রশংসনীয় অভিনয় করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে কাল, অকালে গ্রাস করিবে কি রূপে? তিনি সে যাত্রাও মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার পাইলেন।

যে সময় বটকৃষ্ণ ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত, সেই সময়ে জোড়াসাঁকোর খ্যাতনামা গন্ধবণিক বাবু ৺মাধবচন্দ্র দাঁ তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিতে আসিতেন। বটকৃষ্ণ রোগের করাল কবল হইতে মুক্তিলাভ করিলে, মাধববাবু বলিলেন, "তুমি রাধানাথের দোকানে আর যাইও না। তাঁহার সঙ্গে যে কাজ করে; তাহারই এই মত একটা না একটা বিপদ ঘটে। তুমি একটী দোকান খুল, আমার যতদূর সাধ্য সহায়তা করিব।" তাহাই ঘটিল।

বটকৃষ্ণ আরোগ্যলাভ করিয়া, ১২১ নং খোংরাপটী ষ্ট্রীটে স্বয়ং মসলা, মেওয়া, বাতি প্রভৃতির একটি দোকান খুলেন। তখন তাঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থের পরিমাণ অতি যৎসামান্য ছিল। তাহাতে ব্যবসায় চালান কঠিন ব্যাপার। পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি মত বাবু মাধবচন্দ্র দাঁ এই সময়ে তাঁহাকে মাল সরবরাহ করিতে থাকেন। বটকৃষ্ণের প্রখর ব্যবসায়-বুদ্ধি, উদ্যম এবং আগ্রহ দর্শনে মাধব বাবু অচিরেই বটকৃষ্ণকে স্বীয় অংশীদাররূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। মাধব বাবুর নিজের স্বতন্ত্র দোকান ছিল, এক্ষণে এই নবীন ফারমের নাম হইল—"বটকৃষ্ণ পাল এবং মাধবচন্দ্র দাঁ"। বটকৃষ্ণ প্রবল পরিশ্রম ও বুদ্ধিবলে অতি অল্পকালের মধ্যেই দোকান খানিকে উন্নত করিয়াছিলেন। বিংশতিবর্ষ-বয়স্ক নবীন যুবক বটকৃষ্ণ পালের ব্যবসায়-বুদ্ধি দর্শনে বাজারের অন্যান্য দোকানদারগণ বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। সকলেরই দৃষ্টি তাঁহার প্রতি অর্পিত হইল। কিন্তু তখনও বটকৃষ্ণের চিত্ত চঞ্চল। তাঁহার মন যেন তখনও কি চাহিতেছে, তাহা পাইতেছে না। তিনি মনের ভাব—কল্পনা—বাসনা মনেই পোষণ করিতে লাগিলেন। জগতের সমক্ষে তাহা প্রকাশ করিতে তখনও তিনি অনগ্রসর।

অধিক দিন বিলম্ব করিতে হইল না। বটকৃষ্ণের বাণিজ্য-ব্যবসায়ের ধূয়া—'ক্রেতাকে খাঁটি মাল দিব, কোন রকমে প্রতারণা করিব না, অল্পমাত্র লাভে তুষ্ট থাকিব।' তিনি আজীবন এই ধূয়া অবলম্বন করিয়া ছিলেন এবং এই ধূয়ামত স্বীয় ব্যবসায় চালাইয়া জগতে আদর্শ বণিক রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন।

অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল পূর্ব্বে কলিকাতায় এলোপ্যাথিক চিকিৎসা ও এলোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার অতি সামান্যই ছিল। কিন্তু তিক্ষ্ণবুদ্ধি বটকৃষ্ণ বুঝিলেন যে, এই এলোপ্যাথিক চিকিৎসা-প্রণালী সত্বরেই দেশমধ্যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিবে। বটকৃষ্ণের পূর্ণ দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হইল। তিনি দেখিলেন, কলিকাতায় কয়েকটী ইংরাজ-পরিচালিত ডাক্তারখানায় এলোপ্যাথিক ঔষধ মহার্ঘ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে এবং কয়েক জন মাত্র দেশীয়, এলোপ্যাথিক ঔষধ বিক্রয় করিতেছেন। পরিশেষে সন্ধানে জানিলেন যে, ক্রেতারাও প্রতারিত হইতেছেন। লোক খাঁটি ঔষধ পাইতেছে না, এবং অধিকাংশই আবার একেবারে অব্যবহার্য্য। মূল্যও অত্যন্ত অধিক। অপর পক্ষে আর একটী বিষম বাধা দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন যে, এলোপ্যাথিক ঔষধ বিলাত হইতে সংগ্রহ করিবার সহজ উপায় নাই। একেবারে সমধিক অর্থ ব্যয় করিয়া ঔষধ ক্রয় করিতে হইলেও, বরাবর ঔষধ-প্রস্তুতকারকদিগের নিকট হইতে পাইবার উপায় নাই। সেই অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল পূর্ব্বে বিলাতী ঔষধ-প্রস্তুতকারকদিগের কলিকাতায় কয়েক জন মাত্র এজেণ্ট ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্য দিয়াই বিলাত হইতে ঔষধ আনাইতে হইত। কিন্তু তাহা সুলভে পাওয়া যাইত না। বটকৃষ্ণ এই ব্যবসায়ের সমস্ত তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া—সমগ্র তথ্য সংগ্রহ করিয়া, মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন যে, 'ক্রেতাকে খাঁটি মাল দিব, কোন রকমে প্রতারণা করিব না, সামান্য লাভে তুষ্ট থাকিব। এই ধূয়া অবলম্বনে এ ব্যবসায়ের সমস্ত বাধা বিঘ্ন বিদূরিত করিব।' তখন বটকৃষ্ণের বয়স ২২ বর্ষ মাত্র—তখনও এত মূলধন সঞ্চিত হয় নাই যে, তিনি স্বীয় দোকান খানি চালাইয়া এই বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন। তাঁহার সম্বল তখনও কেবলমাত্র সাহস, উদ্যম, আগ্রহ এবং প্রতিভা। ১২৬৫ সালে বটকৃষ্ণ স্বীয় সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিলেন।

'বটকৃষ্ণ পাল এবং মাধবচন্দ্র দাঁ' নামে যে ফারম যেমন ছিল, তেমনই রহিল, অধিকন্তু 'বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং' নামে বিলাতী ঔষধ বিক্রয়ের একটি নূতন ফারম খুলিলেন। কিন্তু এই নূতন ফারমের কার্য্য সেই ১২২ নং খোংরাপটী ষ্ট্রীটের ক্ষুদ্র দোকান ঘরেই আরম্ভ হইল।

বটকৃষ্ণের ধৃমা সত্বরেই ফললাভ করিল। অচিরেই বাজারে প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, বটকৃষ্ণ পাল, বিলাত হইতে খাঁটি ঔষধ আনাইয়াছেন এবং অতি সামান্য লাভে বিক্রয় করিতেছেন। ক্রেতার সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। বটকৃষ্ণ সততার পুরস্কার পাইতে লাগিলেন, তাঁহার সৌভাগ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইল। বটকৃষ্ণ ধীরে ধীরে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে সাধারণের পক্ষে এলোপ্যাথিক ঔষধ এবং চিকিৎসা সম্বন্ধীয় অস্ত্রাদি সহজে স্বল্প মূল্যে প্রাপ্য হইতে লাগিল। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে দেশ মধ্যে এলোপ্যাথিক চিকিৎসার ও ঔষধের প্রভাব দৃঢ়রূপে বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হইল।

বটকৃষ্ণের ঔষধের ব্যবসায় ধীর গতিতে উন্নতিলাভ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু তিনি তুষ্ট হইলেন না। তিনি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন যে, অত্রত্য এজেণ্ট-দিগের দ্বারা বিলাতের ঔষধ-প্রস্তুতকারক কোম্পানী সমূহের নিকট হইতে ঔষধ না আনাইয়া, বরাবর ঔষধ-প্রস্তুতকারকদিগের নিকট হইতে ঔষধ না আনাইলে সাধারণ্যে সুলভ মূল্যে ঔষধ বিক্রয়ের সুবিধা নাই। কিন্তু অভাব—মূলধন। বটকৃষ্ণ নিজ বুদ্ধিবলে ক্রমে ক্রমে কয়েক বর্ষের মধ্যেই সেই অভাব দূর করিতে সমর্থ হইলেন। অচিরেই তিনি বরাবর কতিপয় বিলাতী ঔষধপ্রস্তুত-কারক কোম্পানীর নিকট হইতে ঔষধ ক্রয় করিয়া আনাইতে সমর্থ হইলেন। তাঁহার মূল কামনা পূর্ণ হইবার সূত্রপাত হইল। ক্রমে কয়েক বর্ষের মধ্যেই তাঁহার ব্যবসায়ের এরূপ প্রসার হইল যে, তিনি নিজে একাকী আর ব্যবসায় চালাইতে—সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতে অবসর পাইলেন না, সুতরাং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান ভূতনাথ পালকে স্বীয় ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিলেন। শ্রীমান ভূতনাথের বয়স তখন ১৬ বর্ষ মাত্র।

শ্রীমান ভূতনাথ পাল সেই ষোড়শ বর্ষ বয়সে বিদ্যালয় হইতে একেবারে ব্যবসায়ে নীত হইলে, আত্মীয় স্বজনগণ ভাবিলেন যে, বালক ভূতনাথের পক্ষে



শ্রীভূতনাথ পাল

ব্যবসায়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে বহু বিলম্ব হইবে। তাঁহাদিগের এরূপ অনুমান করিবার একটু কারণও ছিল। শ্রীমান ভূতনাথ শৈশবাবধিই ধীর, স্থির, অচঞ্চল, অবহুভাষী বলিয়া সকলে ভাবিতেন যে, ভূতনাথ তীক্ষ্ণ মেধাবী নহেন। কিন্তু শ্রীমান ভূতনাথ, অচিরেই তাঁহাদিগের সেই অনুমান ভ্রান্তিতে পরিণত করিয়া দিলেন। প্রতিভাশালী বণিক পিতা বটকৃষ্ণের সুশিক্ষায় অতি অল্প দিনের মধ্যেই ভূতনাথের প্রকৃত স্বভাব চরিত্র এবং মেধা ও প্রতিভা সমুজ্জ্বল বর্ণে প্রকাশিত হইল। অল্প কালের মধ্যেই প্রকাশ পাইল যে, ভূতনাথ বিনয়ী, নম্র, ধীর, গম্ভীর, অবহুভাষী বটে, কিন্তু প্রবল প্রতিভাশালী। কাহারও কাহারও মতে পিতা বটকৃষ্ণ অপেক্ষা পুত্র ভূতনাথ অধিক প্রতিভাশালী। পিতৃপ্রদত্ত শিক্ষার গুণে শ্রীমান ভূতনাথ যেন পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে সেই অল্প বয়সেই একজন উচ্চ অঙ্গের মেধাসম্পন্ন ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচিত হইলেন। পিতৃ-প্রদত্ত মূলমন্ত্র—পিতৃ-ব্যবসায়ের ধূয়া তিনি ইষ্টমন্ত্র এবং দেবদত্ত ধূয়া জ্ঞানে সমস্ত হৃদয়ের সহিত ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। অচিরেই ব্যবসায়ের সফলতা পূর্ণ-মূর্ত্তিতে দেখা দিতে লাগিল।

বিলাতী ঔষধের ব্যবসায় আরম্ভ করিবার অল্প কাল পরেই বাবু বটকৃষ্ণ, সেই ১২০।১২১ নং খোংরাপটির ক্ষুদ্র দোকানে ব্যবসায় চালান অসম্ভব হইলে, নিকটেই কয়েকটী গুদাম ভাড়া করিয়া মাল রাখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু শ্রীমান ভূতনাথের আগমনের অল্প কালের মধ্যেই ব্যবসায়ের এরূপ প্রসার হইতে লাগিল যে, একটী বৃহৎ অট্টালিকা সংগ্রহ করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। অচিরেই বনফিল্ড লেনের ৭ নং বৃহৎ বাটীতে কার্য্যারম্ভ করা হইল।

'খাঁটি ঔষধ এবং সুলভ মূল্য,' বাবু বটকৃষ্ণ পালের এই অবলম্বিত নীতি, এই সময় এরূপ জীমূৎমন্দ্র-রবে বিজয়-ভেরী নিনাদিত করিতে আরম্ভ করিল যে, সেই ভেরী-ধ্বনি বঙ্গের প্রতি প্রান্তে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ক্রেতার সংখ্যা প্রতিদিন বহুগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। ৭ নং বন্‌ফিল্ডস্ লেনের বৃহৎ বাটীতে আর সঙ্কুলান হইল না। তখন আদর্শ বণিক বাবু বটকৃষ্ণ, সেই বন্‌ফিল্ডস্ লেনের ১২ নং জমি ক্রয় করিয়া কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে ত্রিতলবিশিষ্ট এক বিরাট অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া, মাল রক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্প কালের মধ্যেই সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকাতেও স্থান সংকুলান না হওয়ায়

চীনাবাজার লেনের ১৬ এবং ১৭ নং জমি ক্রয় করিয়া প্রকাণ্ড গুদাম বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। কয়েক বর্ষের মধ্যে ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাবু বটকৃষ্ণ কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভূমি ক্রয় করিয়া আরও কয়েক খানি বৃহৎ বৃহৎ সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করেন। বাবু বটকৃষ্ণ যখন ১২০।১২১ নং খোংরাপটীর একতালা ক্ষুদ্র বাটীতে দোকান খুলেন, তখন সেই একতালা দোকানের মেজের (floor) পরিমাণ ৪৪৮ বর্গ ফিট ছিল; কিন্তু এক্ষণে যে যে বাটীতে তাঁহার ব্যবসায় চলিতেছে, তৎসমস্তের মেজের পরিমাণ জানিলে সহজেই বুঝা যায় যে, এক্ষণে তাঁহার ব্যবসায়ের প্রসার কত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যথা,—

১২০।১২১ নং খোংরাপটী ষ্ট্রীট (একতালা)	৪৪৮	বর্গ ফিট।
৭ নং ফন্‌ফিল্ডস্ লেন (দ্বিতল)	১৩,৯২০	"
১২ নং ঐ (ত্রিতল)	৪৮,২৭৬	"
১৩ নং ঐ (ত্রিতল)	৬১,৮১৮	"
১৬।১৭ নং চীনাবাজার লেন (ত্রিতল)	২০,৬৪০	"
৩০ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট (ত্রিতল)	১৭,৭০০	"
১৮ নং শশিভূষণ সুর লেন (দ্বিতল)	৬,৬০০	"
মোট মেজের পরিমাণ	১৬৯,৪০২	বর্গ ফিট।

উপরোক্ত ৭ খানি বৃহৎ বাটীতে যাঁহার ব্যবসায় চলিতেছে, ঔষধ পত্র আমদানী রপ্তানী হইতেছে, তাঁহার ব্যবসায়ের প্রসার কিরূপ বর্দ্ধিত, তাহা সহজেই অনুমেয়। বাবু বটকৃষ্ণ পাল স্বীয় ব্যবসায়কে যে কিরূপ ব্যাপারে পরিণত করিয়া গিয়াছেন, অতি সামান্য অবস্থা হইতে কতদূর উন্নত করিয়া গিয়াছেন, তাহা সাধারণের কল্পনার অতীত।

যে বটকৃষ্ণ পাল ব্যবসায়ারম্ভের সময় এজেন্টদিগের সাহায্যে বিলাতী ঔষধ প্রস্তুতকারকদিগের নিকট হইতে অতি কষ্টে ঔষধাদি ক্রয় করিতে সমর্থ হন, সময়ে সেই বিলাতী ঔষধপ্রস্তুতকারকগণ তাঁহার সহায়তা গ্রহণের জন্য সচেষ্ট হয়েন। এক্ষণে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী এবং আমেরিকার প্রধান প্রধান ঔষধ প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতাগণই বি, কে, পাল কোম্পানীর সহিত ব্যবসায় করিয়া লাভবান হইতেছেন। পাশ্চাত্য সমস্ত প্রধান প্রধান পেটেন্ট ঔষধবিক্রেতা—

প্রোপ্রাইরি ঔষধবিক্রেতাগণ, বি, কে, পাল কোংকে আপনাদিগের একমাত্র এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। বি, কে, পাল কোংর ব্যবসায়িক সততায় যে, পাশ্চাত্য ঔষধব্যবসায়িগণ বিমুগ্ধ, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাবু বটকৃষ্ণ পাল একটী রিসার্চ্চ লেবরে-টরী স্থাপন করা প্রয়োজনীয় বোধ করেন। যথাসময়ে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ কেমিষ্ট এবং ডাক্তারদিগের তত্ত্বাবধানে লেবরেটরী স্থাপিত হয়। সেই লেবরেটরী হইতে নানাবিধ ঔষধ প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া, দেশ মধ্যে আগ্রহের সহিত গৃহীত হইতেছে। সেই সমস্ত ঔষধের মধ্যে "য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়া স্পেসিফিক্" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা দ্বারা ম্যালেরিয়াপীড়িত বঙ্গদেশের প্রত্যেক প্রান্তের অধিবাসীরা সমধিক উপ-কার লাভ করিতেছেন। ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত দরিদ্রগণের পক্ষে এই ঔষধ ক্রয় করা অসম্ভব দেখিয়া, সদয়হৃদয় বাবু বটকৃষ্ণ পাল প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে নিজ বাসবাটীতে এবং ঘুঘুডাঙ্গার মনোরম উদ্যান বাটীতে শত শত দরিদ্রকে এই ঔষধ বিনামূল্যে দান করিতে থাকেন। এখনও সেই প্রথা প্রচলিত আছে।

বাবু বটকৃষ্ণ পালের 'খাঁটী মাল এবং অতি সুলভ মূল্য' দেখিয়া, প্রথমে কেবল কলিকাতার লোকেরা তাঁহার দোকান হইতে ঔষধ ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু এক্ষণে কেবল কলিকাতা বা কেবল বাঙ্গালা নহে, প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ বটকৃষ্ণ পালের 'খাঁটী মাল ও অতি সুলভ মূল্য' দর্শনে ক্রেতাশ্রেণীভুক্ত হইতেছেন। কেবল অধিবাসিগণ নহেন—দেশের যে যে স্থানে যত 'দাওয়াই-খানা' আছে, প্রায় সেই সমস্ত 'দাওয়াইখানার' অধ্যক্ষগণ, বি, কে, পাল কোংর ক্রেতা। এতদ্ব্যতীত দেশের প্রায় সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটী, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, কোল কোংসমূহ, মিলসমূহ, কলিকাতা ও মফঃস্বলের সমস্ত হাঁসপাতাল, চা-বাগান, বিভিন্ন রেলওয়ে কোম্পানী, এমন কি স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল ষ্টোরস্ পর্য্যন্ত এক্ষণে বি, কে, পাল কোম্পানীর ক্রেতাশ্রেণীভুক্ত।

এলোপ্যাথিক ঔষধ বিক্রয়ের প্রসার সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে—খাঁটী ঔষধ সুলভ মূল্যে ভারতের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইলে, দেশের চারিদিক হইতে হোমিও-প্যাথিক্ ঔষধ 'খাঁটী ও সুলভ মূল্যে' বিক্রয় জন্য বাবু বটকৃষ্ণ পালের নিকট বহুল অনুরোধপত্র উপস্থিত হইতে থাকে। তদনুসারে তিনি ১২ নং বনফিল্ডস্ লেনের বাটীতে সুযোগ্য ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে 'গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল' নামক

ঔষধালয় স্থাপন করেন। অল্প কালের মধ্যেই ইহার প্রসার বৃদ্ধি দেখিয়া, ৩০ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীটে ইহার এক শাখা সংস্থাপিত করেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ এবং কবিরাজী চিকিৎসার প্রতি বাবু বটকৃষ্ণের চিরকালই অনুরাগ ছিল। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সকল সময়ে অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ এবং তৈলাদি সুলভ মূল্যে প্রাপ্য নহে বলিয়া, তিনি ৩০ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীটে একটী আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন মহাশয়ের সুপ্রশংসিত কৃতবিদ্য ছাত্র রাজবৈদ্য শ্রীযুক্ত কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় এই আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সাধারণের সুবিধার জন্য চসমা এবং কৃত্রিম দন্ত-বিভাগও সংস্থাপিত করিয়াছেন।

বাবু বটকৃষ্ণের অবলম্বিত নীতি 'খাঁটী মাল এবং সুলভ মূল্য,' এই হোমিও-প্যাথি এবং কবিরাজী ঔষধালয়দ্বয় এবং চসমা ও কৃত্রিম দন্ত-বিভাগকেও উন্নতির সোপানে আরূঢ় করিয়াছে।

বাবু বটকৃষ্ণ, উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিলে, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুন তারিখে, ভারতবর্ষের মহামহিম রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরল আর্ল্ অব্ মিণ্টো এবং ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান মহামহিম রাজ-প্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরল লর্ড হার্ডিঞ্জ, মেসার্স বি, কে, পাল এণ্ড কোংকে তাঁহাদিগের ড্রগিষ্ট এণ্ড কেমিষ্ট পদে নিযুক্ত করিয়া সনন্দ পত্র প্রদান করেন। বাঙ্গালী ঔষধব্যবসায়ীর ভাগ্যে এরূপ রাজানুগ্রহ লাভ পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই।

রাজসনন্দ পত্র দুইখানি নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

The Right Honourable the Earl of Minto, Viceroy and Governor General of India is pleased to appoint

Messrs. B. K. Paul & Co.
Chemists and Druggists
to His Excellency.

By His Excellency's Command.
F. L. Adam, Lt. Colonel.
Military Secretary to the Viceroy

Military Secretary's Office,
Simla,
The 19th June, 1906.

বর্ত্তমান মহামহিম রাজপ্রতিনিধি বাহাদুর নিম্নলিখিত সনন্দপত্র প্রদান করিয়াছেন,—

The Right Honourable the Baron Hardinge of Penshurst, Viceroy and Governor General of India is pleased to appoint
Messrs. B. K. Paul & Co.
as Chemists and Druggists
to His Excellency
By His Excellency's Command
F. A. Maxwell, Lt. Colonel.
Military Secretary to the Viceroy.

Military Secretary's Office.
The 25th March, 1912.

উক্ত সনন্দ পত্র লাভ কেবল নামে মাত্র নহে, কার্য্যেও পরিণত হইয়াছে। মহামান্য রাজপ্রতিনিধির এষ্টেটের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট শ্রীযুক্ত রিচার্ড ডবলিউ, ক্রয়টন, যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। এতৎপাঠে জানা যায় যে, মহামহিম রাজপ্রতিনিধির কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট হাউসে যে সকল ঔষধাদি ব্যবহৃত হয়, তাহা বি, কে, পাল এণ্ড কোং সরবরাহ করেন।

"GOVERNMENT HOUSE
Superintendent's Office,
Viceregal Estate.
Calcutta, the 30th June, 1911.

This is to certify that Messrs. Butto Kristo Paul & Co., supply drugs, anticeptics, insecticides etc. etc. to Government House, Calcutta, and that I am perfectly satisfied with the firm's dealings. They are very reasonable in their rates, anxious to please and prompt in supplying orders and appear a most respectable firm.

Richard W. Croyton.
Superintendent,
Viceregal Estate in Bengal."

যখন মহামহিম রাজপ্রতিনিধি স্বয়ং বি, কে, পাল কোংর ঔষধাদি ব্যবহার করিতেছেন, তখন তাঁহাদিগের ঔষধ যে প্রকৃত 'খাঁটী,' সে সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনার আবশ্যক নাই। তবে এ স্থলে আর একটী কথা বলা প্রয়োজন যে, স্বাধীন নেপালরাজ এবং ভারতবর্ষের অনেকগুলি করদ রাজাও এই মেসার্স

বি, কে, পাল কোংকে আপনাদিগের কেমিষ্ট এবং ড্রগিষ্ট পদে নিযুক্ত করিয়া, ইহাদিগের নিকট হইতে ঔষধাদি ক্রয় করিতেছেন।

স্বাধীন নেপাল রাজ-দরবারের পত্র,—

NEPAL.
25th August, 1911.

His Highness Maharaja Sir Chander Sham Shere Jung Bahadur Rana, G. C. B., G. C. S. I., D. C. L., Thong-Lin-Pimma-Kokang Wang-Syan, Prime Minister and Marshal of Nepal, is pleased to appoint Messrs. B. K. Paul & Co., Chemists and Druggists, to His Highness.

By His Highness' Command
Marichi Man Singh
Kaji
Private Secretary to His Highness
the Maharaja, Nepal.

বঙ্গের মহারাজ এবং রাজগণও যে, মেসার্স বি, কে, পাল কোংর ক্রেতা, তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। কলিকাতার হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজ স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর বাহাদুর কেটি, একদা বাবু বটকৃষ্ণ পালের ঔষধালয় দর্শন করিতে গিয়া, যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাঁহার সেই মন্তব্যের একটু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"The business is entirely under Indian management and is far and away the biggest concern of its kind in all India."

মহারাজ অপর এক স্থলে লিখেন,—

"It was pleasure to see the hundreds of enployes doing their works in an orderly and methodical fashion which speaks much for the discipline of the establishment."

মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা হইতে দুই এক স্থল নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"The vast concern testifies to the great ability and power of organisation of Messrs. B. K. Paul."

শ্রীযুক্ত মহারাজ শেষ লিখেন,—

"With vast resources at its disposal the firm is always able to meet constant demands for Allopathic, Homæopathic

and Kaviraji Medicines of almost all provinces of Indian Empire."

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পাশ্চাত্য জগতের ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান ঔষধ বিক্রেতাগণ এক্ষণে মেসার্স বি, কে, পাল এণ্ড কোম্পানীর সহিত ব্যবসায় করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই মহোচ্চ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। জর্ম্মাণীর বিখ্যাত ঔষধবিক্রেতা ভূম, ফ্রিডার, বেয়ার এণ্ড কোম্পানীর জনৈক ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত রডল্‌ফ মান কলিকাতায় আসিয়া, বাবু বটকৃষ্ণ পালের কার্য্যালয় দর্শনে জর্ম্মাণ ভাষায় যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, নিম্নে তাহার ইংরাজী অনুবাদ প্রদত্ত হইল,—

"To-day I had the pleasure of being allowed to visit the premisses of the business of Messrs. B. K. Paul & Co. Whatever I saw has filled me with admiration and I was really surprised to find in this town such an organisation of business the importance of which is clearly illustrated by the large number of well-managed departments. This renowned firm must doubtless be considered as one of the largest chemical and pharmaceutical wholesale houses."

ফ্রান্সের বিখ্যাত ঔষধব্যবসায়ী মুসো জুলস ভেলেণ্টাইন নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

"After having visited the various departments of Messrs. Butto Kristo Paul & Co's business I am compelled to express my admiration of the organization, the importance of the business and the enormous stock kept by this company.

When one considers the variety of the stock and its delicate nature one wonders how such a perfect system could have been devised to enable hundreds of orders to be daily despatched.

Having visited several similar establishments in Europe and America I have no hesitation in warmly congratulating Messrs. B. K. Paul and his assistant Mr. H. D. Nag on their management of a business which yields to no other I have come accross."

• উক্ত পত্র খানিই বলিয়া দিতেছে যে, ইউরোপ এবং আমেরিকার প্রধান প্রধান ঔষধালয়াপেক্ষা বি, কে, পাল কোং‌র ঔষধালয় কোন অংশে ন্যূন নহে।

ইংলণ্ডের একজন খ্যাতনামা প্রাচীন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী মিঃ জে, হেরিসন ডেকেন ভারত ভ্রমণে আসিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"After 45 years of commercial life in London I am not without experience in managing large states myself and I have also seen the inner working of many other big businesses, and it is, therefore, a great pleasure to me to say that considering the large extent of your premisses and stock, and the number of your staff (about 500 employed) I was greatly struck with the smooth working of the whole concern and especially with the provision for the accurate fulfilment of all orders which, in your line of business, is undoubtedly of the most vital importance.

The building up of such business in a comparatively short time and the name your firm has acquired in the trade is a sure proof that it is founded upon the best principles of commercial morality."

ভারতবর্ষের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্র ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল রেকর্ড ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যায় বি, কে, পাল কোং সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন,—

"Calcutta can at least boast of one Pharmacy organised and financed solely by Indian brain and capital, which, only through unstinted honesty of purpose and dogged perseverance of its founder-proprietor, has fully won the confidence and esteem of even the Western-world."

লণ্ডনের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্র 'কেমিষ্ট এণ্ড ড্রাগিষ্ট' ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে আগষ্টের সংখ্যায় লেখেন,—

"Mr. Barton Kent, of Messrs. G. B. Kent & Sons, Ltd., London, who has just returned from a tour round the world, informed one of our staff that small shops do a wonderful amount of trade, while he understands that Butto Kristo Paul's Pharmacy in Calcutta sells more Pharmaceutical Preparations than any other Chemists' shop in the world."

পাশ্চাত্য জগতের তিনটী উন্নত জাতির তিন জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির এবং দুই খানি চিকিৎসাবিষয়ক শ্রেষ্ঠ পত্রের যে মন্তব্য আমরা উপরে উদ্ধৃত করিলাম, তৎপাঠে সহজেই জানা যায় যে, তাঁহারা বাঙ্গালী বটকৃষ্ণ পালের এই



শ্রীহরিশঙ্কর পাল

বিরাট ব্যবসায়ের অত্যুন্নত অবস্থা—বিশাল প্রসার এবং প্রতিভাপ্রসূত সুষ্ঠু কার্য্যপ্রণালী দর্শনে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াই, উক্ত পরম সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। জার্ম্মাণ, ফ্রেঞ্চ এবং ইংরাজ, এই তিন জাতির তিন জন উচ্চ অঙ্গের ব্যবসায়ীর উক্তি কি প্রকাশ করিতেছে না যে, বাঙ্গালী জাতির ব্যাণিজ্য-ব্যবসায়-বুদ্ধি নাই বলিয়া যে, কলঙ্কের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা ভ্রান্ত? বাবু বটকৃষ্ণ পালের এই ব্যবসায়-গৌরব যে বাঙ্গালী জাতির গৌরবস্বরূপ ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। আমরা এ পর্য্যন্ত যে আলোচনা করিলাম, তাহাতে বাবু বটকৃষ্ণের ব্যবসায়ের নৈতিক সততারই জয় দেখিতে পাইলাম। তিনি আমাদিগকে এই যে শিক্ষা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা সামান্য শিক্ষা নহে।

তাঁহার ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবন—সামাজিক-জীবন এবং ধর্ম্ম-জীবন সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলে, আমরা আরও হৃদয়বিমুগ্ধকরী শিক্ষা লাভ করিতে পারি কি না, এ স্থলে সে সম্বন্ধে একটু চেষ্টা করিতে ইচ্ছা করি।

বাবু বটকৃষ্ণ পাল সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় প্রতিভাবলে সদুপায়ে অতুল ধনের অধিপতি হইয়াছিলেন। আমরা সাধারণতঃ এ জগতে দেখিতে পাই যে, ধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধনগর্ব্ব প্রায় সকলেরই হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বাবু বটকৃষ্ণ পালের ধনগর্ব্ব কিছু মাত্র ছিল না। আজীবন বিনয়-সরল-নম্র-স্বভাবের কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি যে সামান্য বেশে কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন, জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত সেই সামান্য বেশেই কাটাইয়া গিয়াছেন। খোংরাপটীর দোকানে প্রথমে তিনি যে থান ধুতি পরিয়া, গায়ে একটী মেরজাই দিয়া, এক খানি উড়ানি স্কন্ধে ফেলিয়া, দেশী জুতা পরিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সমগ্র জীবনে সে বেশের কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন করেন নাই। শীতকালে এক খানা মোটা চাদর, অথবা বালাপোষ ব্যবহার করিতেন। বিশেষ আবশ্যক হইলে সামান্য আলোয়ান ব্যবহার করিতেন। অথচ সময়ে তাঁহার বাটীতে বহু মূল্যবান শাল আলোয়ানের অভাব ছিল না। তাঁহার যে ধনগর্ব্ব ছিল না, অহমিকা বা দাম্ভিকতা ছিল না, ক্ষমতা স্বত্বেও তিনি যে, এই সামান্য বেশে সন্তুষ্ট থাকিতেন, ইহাই তাঁহার অন্যতম পরিচায়ক।

আমরা এ জগতে সাধারণ্যে দেখিতে পাই যে, কোন হীনাবস্থাপন্ন ব্যক্তি

ধনশালী হইলে, পূর্ব্ব বন্ধুদিগকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়, এবং তাহাদিগকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে—বন্ধুর ন্যায় তাহাদিগের সহিত পূর্ব্বমত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয়। কেহ কেহ সেই পুরাতন বন্ধুদিগকে কেবল আপনার ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া আত্মতুষ্টি অনুভব করে। কিন্তু বাবু বটকৃষ্ণ পাল, যৌবনে স্বীয় সম-অবস্থাপন্ন যাঁহাদিগের বন্ধুতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিলেন—যাঁহাদিগকে অভিন্নহৃদয় বন্ধু জ্ঞান কবিতেন, আর্থিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইলেও তিনি সেই পুরাতন বন্ধুদিগের সহিত সেই পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবহার—পূর্ব্বের ন্যায় আদর-আপ্যায়ন করিতে বিরত হন নাই। তিনি বন্ধুগণের আপদে বিপদে প্রাণপণে সহায়তা করিতে ক্ষান্ত হইতেন না। অতুল ধনে ধনীর সহিত সামান্য গৃহস্থের বন্ধুতা হইতে পারে না, বা সে বন্ধুতা থাকিতে পারে না, এই যে সাধারণ প্রবাদ প্রচলিত, বাবু বটকৃষ্ণ, সে প্রবাদ যে ভ্রান্ত, তাহা প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের পক্ষে ইহা সামান্য শিক্ষা নহে।

বাবু বটকৃষ্ণ পাল প্রায় বিংশতি বর্ষ হইল, স্বীয় ব্যবসায়ের আশাতীত উন্নতি সাধন করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। সেই সুদীর্ঘ অবসর কালটী তিনি কেবল মাত্র বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া, সদালাপে, তীর্থপর্য্যটনে, ধর্ম্মালোচনায় এবং হিতকর অনুষ্ঠানে অতিবাহিত করিয়া শান্তিসম্ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সরল-উদার-বিনয়-নম্র-স্বভাবের সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিগত একটী আকর্ষণী শক্তি ছিল। সেই শক্তিবলে তিনি সকলকেই বন্ধুশ্রেণীভুক্ত করিতে পারিতেন। দেশের প্রায় ধনবান সাধারণে সতত স্তাবকগণ-পরিবৃত হইয়া নিজে উচ্চাসনে বসিয়া, স্বীয় স্তব শুনিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করেন, কিন্তু বাবু বটকৃষ্ণ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর ভদ্র লোকে তাঁহার বৈঠকখানা পূর্ণ থাকিত। অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পৌরাণিক কথক, অবসরপ্রাপ্ত প্রোফেসার, বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, ব্যবসায়ী, গবর্ণমেণ্টের পেন্সনভোগী, গ্রন্থকার, ব্যবহারাজীব, ইংরাজী চিকিৎসক, কবিরাজ, বিষয়ী ভদ্রলোক এবং উচ্চ-পদস্থ দেশীয় রাজপুরুষ প্রভৃতি প্রত্যহ বাবু বটকৃষ্ণের ভবনে সমবেত হইয়া সদালাপ, ধর্ম্মালোচনা, এবং কোন কোন সময়ে তাস আদি বিশুদ্ধ ক্রীড়া কৌতুক করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই বাবু বটকৃষ্ণের দ্বারা কোন না কোন সময়ে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হইলেও কখনও কাহাকেও বাবু বটকৃষ্ণের তোষামোদ

করিতে শুনা যায় নাই। কারণ বাবু বটকৃষ্ণ তাহা ভাল বাসিতেন না। নবাগত কোন উপকৃত ব্যক্তি তোষামোদ করিতে আরম্ভ করিলে, তিনি হাস্যবদনে মিষ্ট ভাষায় এরূপ দুএকটী কথা বলিতেন যে সে ব্যক্তি অপ্রতিভ হইয়া পড়িত।

বাবু বটকৃষ্ণের শিক্ষানুরাগ সামান্য ছিল না। তিনি বেণেটোলায় নিজ একটী বাটীতে বহু বর্ষ পূর্ব্বে একটী পাঠশালা স্থাপন করেন, পরে তাহা উচ্চ প্রাইমারি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ইহার সমস্ত ব্যয়ভার নিজেই বহন করিয়া আসিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রতিও যে, তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, তাহার ফল-স্বরূপ স্বীয় পল্লীতে একটী ফ্রী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। আহিরী-টোলা গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বাঙ্গালা পাঠশালা, আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়, রক্ষা-কালী পাঠশালা প্রভৃতি অনেক গুলি বিদ্যালয়ের তিনি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন এবং প্রতি বর্ষে সেই সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীগণকে পারি-তোষিক দান, রৌপ্য পদক দান, কোন কোনটীতে মাসিক আর্থিক সাহায্য প্রদান এবং প্রায় সকল গুলিরই আর্থিক অনাটন হইলে সানন্দে সেই অভাব দূর করিতেন। কয়েক বর্ষ হইল নিজ জন্মস্থান শিবপুর গ্রামে বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে একটী বিদ্যালয় বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ৺কাশীধামে স্বীয় বাটীতে অন্নসত্র স্থাপন করিয়া, অনেক গুলি বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ছাত্রের আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক ছাত্রের বিদ্যালয়ের মাসিক বেতন দান, এবং পাঠ্য পুস্তকের অভাব বিমোচন করিয়া আসিয়াছেন। বাবু বটকৃষ্ণ পাল সাহিত্য-সভার এক জন পরম হিতৈষী সভ্য ছিলেন। সাহিত্য-সভা, তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী। অনেকগুলি গ্রন্থকারও তাঁহার দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন। তাঁহার শিক্ষানুরাগিতার ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ।

গন্ধবণিক-দাতব্য সভা স্থাপনের তিনি অন্যতম প্রধান উদ্যোগী এবং সভাপতি ছিলেন। কলিকাতাস্থ গন্ধবণিক জাতীয় নিরাশ্রয় দুস্থ স্ত্রীপুরুষদিগের কষ্ট বিমোচনই উক্ত সভার উদ্দেশ্য। এই সভা তাঁহার নিকট সকল সময়েই সবিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে। শোভাবাজার বেনেভোলেণ্ট সোসাইটিকেও তিনি সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। বাবু বটকৃষ্ণের নিজের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরোপকার-ব্রতাবলম্বন-কামনা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল এবং কমলার কৃপায় তাঁহার সেই বাসনাও সফল হইয়াছিল। নিঃস্বার্থদাতায় দক্ষিণ

হস্ত কি করে, বাম হস্ত তাহা জানে না, এই প্রবাদটী বাবু বটকৃষ্ণে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়াছিল। এই জন্যই তাঁহার দানের কথা—পরদুঃখবিমোচনের কথা সংবাদ পত্রে ঘোষিত হইত না। তিনি তাহা ভালও বাসিতেন না। বঙ্গদেশের সাধারণ হিতকর কার্য্যে মহারাজ, রাজা এবং জমিদারগণ দান করিলে তাহা সংবাদপত্রে অগ্রে প্রচার হয়, কিন্তু সেই সেই হিতকর কার্য্যে বাবু বটকৃষ্ণ তাঁহাদের তুল্য পরিমাণে দান করিয়া গিয়াছেন অথচ সংবাদপত্রে তাহার উল্লেখ দেখা যায় নাই। কিন্তু নিঃস্বার্থদাতা যতই গোপনে দান করুন না কেন, তাঁহার দানশৌণ্ডতার কথা স্বতঃই প্রকাশ হইয়া পড়ে। সেই জন্য বাবু বটকৃষ্ণের দানের কথা উপকৃতদিগের রসনা চারিদিকে ঘোষণা করিতে থাকে এবং সেই সূত্রে তাঁহার নিকট সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বলাবাহুল্য যে, তাঁহার নিকট কোন প্রার্থীই ব্যর্থমনোরথ হইত না। আমরা প্রত্যক্ষ যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সত্যের সম্মান রক্ষার জন্য এস্থলে তাহা ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য বোধ করি। বাবু বটকৃষ্ণ প্রত্যহ প্রত্যূষে একটী মনিব্যাগে টাকা, আধুলি, সিকি ও দুয়ানি পূর্ণ করিয়া স্বীয় বাটীর দ্বারদেশে বসিতেন। সেই সময়ে অনেক ভদ্রলোক ও প্রতিবাসী বন্ধুও সমবেত হইতেন। অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পরিচিত ও অপরিচিত ভদ্রাভদ্রলোক সহায্যপ্রার্থীরূপে উপস্থিত হইতেন। তিনি প্রার্থীদিগের কথা শুনিয়া সেই ব্যাগ হইতে অর্থ লইয়া দ্বার হইতে উঠিয়া গিয়া, বাটীর মধ্যে গোপনে ভদ্র দায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে দান করিতেন। যে সকল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্রলোককে অধিক সাহায্য দান করা কর্ত্তব্য মনে করিতেন, তাঁহাদিগকে অন্য সময়ে আসিতে বলিয়া, সেই সময়ে গোপনে দান করিতেন। বেলা ১০টা পর্য্যন্ত দ্বারে বসিয়া যখন ব্যাগটি ঝাড়িয়া দেখিতেন যে, শূন্য হইয়াছে, তখন স্নানাদি করিতে যাইতেন। ইহা তাঁহার নিত্যব্রত ছিল।

বাবু বটকৃষ্ণ পাল নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং দেবদ্বিজে ভক্তিমান ছিলেন। কমলার কৃপাগুণে হউক বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যবলেই হউক, তাঁহার স্বভাব যেমন বিনয়-নম্র-সরল ছিল, ব্রাহ্মণবর্ণের প্রতি সেইমত তাঁহার অকৃত্রিম ভক্তি ছিল। তিনি নিজ জীবনে সেই ভক্তির অনেক প্রমাণ দেখাইয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণকে দান না করিয়া কোন দিন তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। রুগ্নশয্যায়

শায়িত হইলেও, তিনি সে ব্রত ভঙ্গ করেন নাই। প্রতি একাদশীর দিন প্রাতঃকালে তাঁহার বাটীতে এক মনোরম দৃশ্য দৃষ্ট হইত। সে দিন প্রায় ৭০।৮০ জন অধ্যাপক ব্রাহ্মণ এবং অন্য সদ্‌ব্রাহ্মণ, তাঁহার বাটীতে সমবেত হইলে, প্রত্যেককেই তিনি একটী করিয়া সিকি দিতেন। এতদ্ব্যতীত পল্লীর এবং নিকটবর্ত্তী স্থানের কতিপয় ব্রাহ্মণ-পরিবারের বাটীতে প্রত্যেক একাদশীতে ফল, মিষ্টান্ন এবং তৎসহ দক্ষিণা পাঠাইতেন। বাবু বটকৃষ্ণ স্বীয় পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে কলিকাতা এবং উপনগরের প্রায় সমস্ত মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পদোচিত বার্ষিক বৃত্তি দান করিতেন। এ স্থলে বলা বাহুল্য যে, পরিচিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ পীড়িতাবস্থায় তাঁহার নিকট হইতে বিনামূল্যে ঔষধ প্রাপ্ত হইতেন। অন্য জাতীয় দরিদ্রেরাও এ সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইত না।

যে ঔষধের ব্যবসায়ে বাবু বটকৃষ্ণ পালের সবিশেষ আর্থিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, সেই ঔষধ যোগ্য পাত্রে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া, তিনি পুণ্যার্জ্জন করিতে কখনও ক্ষান্ত ছিলেন না। দরিদ্রদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ দান তাঁহার নিত্য কর্ম্মই ছিল। এতদ্ব্যতীত মধ্যে মধ্যে সাধারণ অনুষ্ঠানে তিনি অকাতরে বহু সহস্র মুদ্রা মূল্যের ঔষধাদি দান করিয়া তুষ্টি লাভ করিতেন। কলিকাতায় যখন প্রথম প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন গভর্ণমেণ্ট কলিকাতার প্রত্যেক ওয়ার্ডে এক একটী প্লেগ হাসপাতাল স্থাপন করিয়া তাহাতে সেই সেই ওয়ার্ডের প্রত্যেক ভদ্রপরিবারের প্লেগ-রোগীকে রাখিয়া চিকিৎসা করিবার আজ্ঞা দেন। বাবু বটকৃষ্ণ, ২ নং ওয়ার্ডের অধিবাসী। এই ওয়ার্ডের অধিবাসীগণ গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞামত এক কমিটী গঠন করিয়া নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীটে একটী প্লেগ হাসপাতাল স্থাপন করেন। কমিটী, বটকৃষ্ণ বাবুর সাহায্যপ্রার্থী হইলে, তিনি সানন্দে সেই প্লেগ-হাসপাতালের প্রয়োজনীয় যাবতীয় সরঞ্জাম এবং ঔষধাদি বিনামূল্যে প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার কয়েক সহস্র মুদ্রা ব্যয় হয়। তিনি সেই সমস্ত সরঞ্জাম ও ঔষধ দান ব্যতীত যে বাটীতে হাসপাতাল স্থাপিত হয়, সেই বাটীর ভাড়া পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন।

• রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শিষ্যমণ্ডলী ৺কাশীধাম এবং হরিদ্বার প্রভৃতি নানা স্থানে যে সকল দাতব্য হাসপাতাল এবং চিকিৎসালয় স্থাপিত করিয়াছেন, বাবু

বটকৃষ্ণ সেই সমস্ত হাসপাতালে প্রতি বর্ষেই বহুমূল্যের নিয়মিতরূপে ঔষধাদি বিনামূল্যে দান করিয়া আসিয়াছেন।

দামোদরের বন্যায় বর্দ্ধমান জেলার নানাস্থান ভাসিয়া যাইলে, কলিকাতার সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগণ এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ যখন বন্যাপীড়িতদিগের সাহায্য জন্য অগ্রসর হন, তখন বাবু বটকৃষ্ণ পাল সাগ্রহে বন্যাপীড়িতদিগের সাহায্য জন্য বহু সহস্র মুদ্রা মূল্যের ঔষধ এবং খাদ্য দ্রব্য বিনামূল্যে প্রদান করিয়া, স্বীয় দানশৌণ্ডতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

মহামহিম ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ যখন সস্ত্রীক কলিকাতায় শুভাগমন করেন, তখন তাঁহাদিগেরর সম্মান জন্য কলিকাতার ময়দানে যে অদৃষ্টপূর্ব্ব বিরাট প্রাচ্য শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাতে যোগদান জন্য ভারতবর্ষের নানা-স্থান হইতে সেই সুদৃশ্য-প্রদর্শনকারী বহু শত অনুচর সমাগত হইয়াছিল। সেই সকল অনুচর এবং তাহাদিগের সমভিব্যাহারী হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র প্রভৃতির চিকিৎসার জন্য কলিকাতার সম্রাট-সম্বর্দ্ধনা-কমিটী পূর্ব্ব হইতে প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য বোধ করেন। সম্রাট-সম্ব র্না সমিতির সহযোগি-সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজ স্যার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর বাহাদুর এ সম্বন্ধে মেসার্স বি, কে, পাল এণ্ড কোংকে নিম্নলিখিত পত্র লিখেন,—

"In view of the huge concourse of spectators that is expected to assemble to view the Pageant Procession and the large number of retainers that will take part in the Pageant in connection with the Imperial Reception, I am to enquire whether your firm will very kindly establish a Camp Dispensary for the gratuitous supply of medicine in case of accidents, illness etc., and veterinary requisites for horses, elephants, camels etc."

উক্ত পত্র প্রাপ্ত হইয়া বাবু বটকৃষ্ণ পাল উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে সানন্দে প্রস্তুত আছেন, মাননীয় মহারাজ বাহাদুরকে তাহা জ্ঞাত করেন। শোভাযাত্রার বহু দিন পূর্ব্ব হইতে ময়দানের উপযুক্ত স্থানে বাবু বটকৃষ্ণ পাল এক বিরাট বস্ত্রাবাস স্থাপন করিয়া বহু সহস্র মুদ্রা মূল্যের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং সরঞ্জাম লইয়া একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন করেন। অনেকগুলি দক্ষ ডাক্তার এবং কম্পাউণ্ডার নিযুক্ত করিতে বিলম্ব করেন না।

চিকিৎসকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত ডাক্তার তিনকড়ি ঘোষ মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাবু বটকৃষ্ণের এই দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতালটী কেবল নামে নহে, কার্য্যেও সুফল প্রসব করিয়াছিল।

কলিকাতা করপোরেসনের সভাপতি শ্রীযুক্ত এস, এল, ম্যাডক্স লিখেন,—

"I came to the Retainers' Camp this morning and was glad to see fiom the Register the excellent work being done by Messrs. B. K. Paul & Co's Camp Dispensary and Hospital."

কাপ্তেন সি, এ, মেডোস, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই রিটেনার্স ক্যাম্পের কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারি এই দাতব্য চিকিৎসালয় এবং হাসপাতাল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন,—

"Messrs. B. K. Paul & Co., in a very public-spirited manner, established a dispensary and hospital in the Retainer's Camp during the preparations for the visit and the actual visit of Their Imperial Majesties to Calcutta. In the Retainers' Camp were located all the Retainers sent by various States to take part in the Pageant, a total of over 700 individuals, and free medicines and treatment were given to as many of these as desired it. As the returns show, a large number availed themselves of the hospital and all were loud in praise of the sympathy and care bestowed on them by Dr. T. K. Ghose and his Assistants.

The hospitals was very comfortably arranged, and the dispensary was so luxerious as to almost make one want to be an out-patient. As officers in charge of the Camp I am personally very grateful for all Messrs. B. K. Paul & Co, did to make the Retainers comfortable, and I feel sure that this is a sentilment that will be heartily endorsed by the Imperial Reception Committeee."

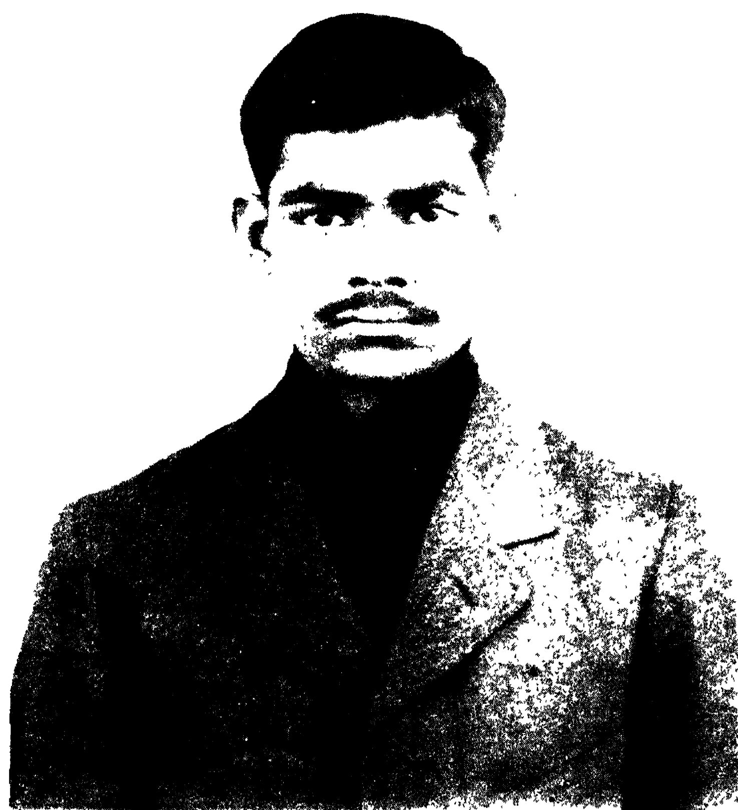
উক্ত চিকিৎসালয় এবং হাসপাতালের কার্য্য শেষ হইলে, সম্রাট-সম্বর্দ্ধনা-সমিতির সহযোগি-সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজ স্যার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর বাহাদুর সমিতির পক্ষ হইতে বাবু বটকৃষ্ণ পালকে নিম্নলিখিত পত্র দ্বারা অতীব সন্তোষ প্রকাশ এবং ধন্যবাদ দান করেন,—

"Now that the work in connection with the Imperial Visit to Calcutta has been happily brought to a successful

termination, I think it is due to you to state on my behalf how much the Reception Committee were indebted to you for having provided at your sole cost such a fully-equipped Dispensary and Hospital for the benefit of the Retainers of the various Native Chiefs who had so kindly lent to the committee valuable paraphernalia for use in the Oriental Pageant exhibited before Their Imperial Majesties in Calcutta. The arrangements were so perfect as to have elicited very general admiration and the Retainers repeatedly expressed to me their grateful appreciation of all that you did for their health and comfort in case of sickness. I can well imagine what a considerable outlay you must have incurred on this account and the Committee thankfully acknowledge their warm appreciation of your loyal, generous and philanthopic services."

চিররাজভক্ত বাবু বটকৃষ্ণ পাল, মহামহিম ভারতসম্রাট এবং সম্রাজ্ঞীর কলিকাতায় শুভাগমন উপলক্ষে এই যে দাতব্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার যে বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই অনুষ্ঠানটী তাঁহার পরোপকারিতা এবং নিঃস্বার্থ দানশৌণ্ডতার চূড়ান্ত নিদর্শন। বলা বাহুল্য যে, তিনি কোন উপাধির প্রত্যাশায় এই অনুষ্ঠান করেন নাই।

গন্ধবণিক জাতির কুলদেবী শ্রীশ্রীগন্ধেশ্বরী। প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় বঙ্গদেশের প্রত্যেক গন্ধবণিকের আলয়েই এই দেবীর পূজা হইয়া থাকে। গন্ধেশ্বরীর মূর্ত্তি জয়দুর্গার ন্যায়। ধনপতি যখন সিংহলে বাণিজ্য জন্য গমন করেন, প্রবাদ যে, তখন তিনি উলা গ্রামে গন্ধেশ্বরীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সে মূল প্রতিমা এক্ষণে তথায় নাই। ধার্ম্মিকবর বাবু বটকৃষ্ণের হৃদয়ে সেই কুলদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কামনার উদয় হয়। তিনি হুগলী জেলার অন্তঃপাতী খামারপাড়া গ্রামে গঙ্গার উপর বহুব্যয়ে একখণ্ড বিস্তৃত ভূমি সংগ্রহ করিয়া, তাহাতে মন্দির নির্ম্মাণ এবং তন্মধ্যে শ্রীশ্রীগন্ধেশ্বরী দেবীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। প্রতিষ্ঠার দিন কলিকাতা এবং উপনগরের সকল শ্রেণীর শত শত গন্ধবণিক এই মন্দিরে সমবেত হইয়া, কুলদেবীর [illegible] ভক্ষণে পরমানন্দ লাভ এবং জাতীয় গৌরব অনুভব করেন। বাবু [illegible] পাল সেই প্রতিষ্ঠার দিন স্বজাতি সাধারণের সমক্ষে এই জাতীয় কুলদেবীর মন্দির স্বজাতি সাধারণের নামে উৎসর্গ করিয়া দেন। বলা



শ্রীহরিমোহন পাল

বাহুল্য যে, প্রতিষ্ঠিতা দেবীর নিত্য পূজা এবং ভোগরাগের জন্য বাবু বটকৃষ্ণ পাল সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

গন্ধবণিক বাবু বটকৃষ্ণ পালের হৃদয়ে স্বজাতিবাৎসল্যভাব অতীব প্রবল ছিল। স্বজাতির উন্নতির জন্য তিনি সতত কামনা করিতেন। বঙ্গে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য সকল বর্ণ চিরদিনই শূদ্র এবং গন্ধবণিক জাতি 'নবশায়ক' শ্রেণীভুক্ত বলিয়া যে কথা প্রচলিত, তিনি তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না। এ জন্য তিনি স্বজাতির ঐতিহাসিক এবং সামাজিক সত্য এবং তথ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক বোধ করেন। বহু ব্যয়ে বঙ্গদেশের নানা স্থান হইতে সেই সমস্ত সত্য এবং তথ্য এবং কলিকাতা, নবদ্বীপ, বিক্রমপুর এবং কাশীধামের সমগ্র প্রধান প্রধান মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়া, "গন্ধবণিক-তত্ত্ব" নামে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করাইয়া, মুদ্রণ পূর্ব্বক স্বজাতি মধ্যে বিনা-মূল্যে বিতরণ করেন। বঙ্গদেশের প্রতি প্রান্তের গন্ধবণিকদিগের মধ্যে সেই গ্রন্থ বিতরিত হইবামাত্র যেন মৃতপ্রায় গন্ধবণিক জাতি সজীব হইয়া উঠে। অল্প দিনের মধ্যেই সেই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যায়। অচিরেই বঙ্গের প্রত্যেক প্রান্তের গন্ধবণিকগণ সেই গ্রন্থের পূর্ণতা সাধন—অপ্রকাশিত তথ্যগুলির সন্নিবেশ জন্য অতীব আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকায়, বাবু বটকৃষ্ণ পাল 'গন্ধবণিক-তত্ত্ব' গ্রন্থ প্রকাশ সার্থক হইয়াছে দেখিয়া, বহুব্যয়ে পুনরায় নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া, দ্বিগুণাকারে "গন্ধবণিক-তত্ত্ব" প্রকাশ এবং দেশমধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। তাহার ফল—সমস্ত বঙ্গের গন্ধবণিকগণ তখন একবাক্যে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং নানা স্থানে প্রকাশ্য সভা করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করেন। বাবু বটকৃষ্ণ পাল এই "গন্ধবণিক-তত্ত্ব" প্রকাশ করিয়া, সমগ্র বঙ্গের গন্ধবণিক জাতির শীর্ষস্থানীয় নেতারূপে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। গন্ধবণিক জাতি যে 'নবশায়ক'-শ্রেণীভুক্ত নহেন, বিশুদ্ধ বৈশ্য, তাহা এই গ্রন্থে প্রমাণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ দ্বারা বাবু বটকৃষ্ণ পাল স্বজাতির মধ্যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে বাবু বটকৃষ্ণ পালের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমরা উপসংহার করিতে ইচ্ছা করি। বাবু বটকৃষ্ণ পালের বয়স [illegible] বৎসর, তখন তিনি পটলডাঙ্গানিবাসী ৺গোলোকচন্দ্র নাগের [illegible]

কন্যাকে বিবাহ করেন। গৌরীদানের ফল লাভের জন্যই নাগ মহাশয় সেই বালিকা কন্যাকে সম্প্রদান করেন। বাস্তবিকই সেই সপ্তমবর্ষীয়া বালিকা গৌরীরূপেই পতিগৃহে আসিয়া পতির ভাগ্য—পতির সংসার উজ্জ্বল করিয়াছেন। পতিব্রতা সাধ্বীসতী অবশ্যই সৌভাগ্যবতী।

বাবু বটকৃষ্ণ পালের পাঁচটি পুত্র এবং দুইটী কন্যা। প্রথম পুত্রটী ২॥ বর্ষ বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। দ্বিতীয় শ্রীমান ভূতনাথ পাল। শ্রীমান ভূতনাথ যেমন ধীর, বিনয়ী, মিষ্টভাষী, সদা-সহাস্যবদন সেইমত প্রখর প্রতিভাশালী এবং উচ্চাঙ্গের বাণিজ্য-ব্যবসায়-বুদ্ধিসম্পন্ন। তাঁহারও প্রতিভা এবং বুদ্ধিবলে বি, কে, পাল কোম্পানীর ব্যবসায়ের যে এই বিশাল প্রসার বিস্তার হইয়াছে, তাহা বলাবাহুল্য। "Cyclopædia India" গ্রন্থে পাশ্চাত্য খ্যাতনামা লেখক লিখিয়াছেন,—

"This event makes an epoch in the history of the firm, for from the moment Babu Bhut Nath Pal took his seat behind the counter, success came in with a rush and business began to increase by leaps and bounds, and it is well-known that the present unique position of the firm is due to his undoubted genius, single-minded devotion, and remarkable business acumen."

শ্রীমান ভূতনাথের পর হরিপদ পাল জন্মগ্রহণ করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় হরিপদ যৌবনের প্রারম্ভে প্রাণত্যাগ করায়, বাবু বটকৃষ্ণ বিষম শোকসংঘাত প্রাপ্ত হন। সে শোক তিনি আজীবন ভুলিতে পারেন নাই। চতুর্থ পুত্র শ্রীমান হরিশঙ্কর পাল। ইনি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত বিদ্যালয়ের উচ্চ পারিতোষিক এবং পদক প্রাপ্ত হন। ইনি এক্ষণে মূল ফারমের তত্ত্বাবধান কার্য্যে শ্রীমান ভূতনাথের সবিশেষ সহায়তা করিতেছেন। সন্তোষের বিষয় ইঁহারও ব্যবসায়বুদ্ধি প্রখর এবং প্রশংসনীয়। [illegible] শ্রীমান হরিমোহন পাল, শোভাবাজার শাখা ঔষধালয়ের তত্ত্বাবধান [illegible] ইনি অল্পবয়স্ক হইলেও ইঁহার ব্যবসায়বুদ্ধি আশাপ্রদ। আমরা [illegible] প্রার্থনা করি, তিন ভ্রাতা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া, পিতৃব্যব- [illegible] করিতে থাকুন।
